সমকাল

তারিখ : 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্যিক ভাবনা থেকেই শিশুদের কাঁধে অতিরিক্ত পাঠ্যবইয়ের বোঝা তুলে দিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও কোন শ্রেণিতে কোন বই পড়তে হবে তার তালিকা দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এর বাইরে বই পাঠ্য না করার জন্য আইনও রয়েছে। তাই শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে স্কুলব্যাগের ওজন কমাতে অতিরিক্ত পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা কমানো দরকার। গতকাল সোমবার ডিআরইউ গোলটেবিল মিলনায়তনে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির নবম ব্যাচের রাজনৈতিক ফেলো ও যুব মহিলা লীগের সহ-পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক তাহরিমা হক সুপ্তি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রায় ৮১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯ শিক্ষার্থীর একটা বড় অংশ ভারী স্কুলব্যাগ বহনের ফলে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগছে। এতে শিশুদের মেরুদণ্ডে ব্যথা, মেরুদণ্ডের হাড় বাঁকা হওয়াসহ বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। সে সঙ্গে মানসিক বিষণ্নতা ও পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহ দেখা দিচ্ছে। তাই শিশুদের সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে আইন প্রণয়ন করেছে, তা বাস্তবায়ন এবং সঠিকভাবে প্রচার ও গণসচেতনতার আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুলতানা শফি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ও নবজাতক বিশেষজ্ঞ ডা. চন্দন কুমার সাহা, সরকারি তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. জাকিরুল হক প্রমুখ।